



Vol. 5 | No. 2 | 1961



সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন

Volume	5
Issue	2
Year	1961
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল
Published online	December 16, 1961
DOI	10.62328/sp.v5i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v5i2.2
Pages	31-62
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন

শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল

প্রতিবর্ণীকরণ পদ্ধতি

ا = অ	ر = র	ق = ক
آ = আ	ز = জ. (পূঃ ব)	گ = গ
ب = ব	ڑ = বা	ل = ল
پ = প	س = স	م = ম
ت = ত	ش = শ, ষ	ن = ন
ث = থ, ছ, (পূঃ ব)	ص = স্ব	و = ব্, ও, উ, ঊ
ج = জ	ض = জ্ব	ه = হ, অ
چ = চ	ط = ত্ব	ء = অ
ح = হঃ	ظ = জ্ব (পূঃ ব)	ی = ঈ, এ, য
خ = খ	ع = ‘	ٔ (জের) = ই, এ
د = দ	غ = ঘ	ٔ (জবর) = অ
ذ = ধ, ড	ف = ফ	ٔ (পেশ) = উ

অ

অকল—অকল দ্রষ্টব্য।

অকু—ঘটনা, হাদ্গামা। আঃ ব্‌কু‘। তুঃ আশাপূর্ণাঃ ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দে চমক খেয়ে সকলেই অকুস্থলে এসে হাজির।

অকুফ্‌, অকুব—জ্ঞান, বুদ্ধি; সাকুব—বুদ্ধিমান (সংঃ স+অকুব)।
আঃ ব্‌কুফ্‌—পরিচিত। তুঃ গোর্থবিজয়ঃ ডিমের ভিতর খনি স্থখে নিদ্রা যায়;
আপন অকুবে তারে ডাক দিয়া কয়। পুঃ আ. ঘ. ছলালঃ সাকুব হইলে
ইশারায় কস্মি বুঝে।

অকা—মৃত্যু, যেমন অকা পাওয়া (মরা)। আ : বাকি‘অ—ঘটনা বা দুর্ঘটনা ; ওয়াকা দৃষ্টব্য। তু : অপসরণ : কে কখন অকা পেয়ে তোমায় মকা পাঠাবে।

অকৃত, আকৃত, ওকৃত, ওয়াকৃত, বকৎ (যেমন হর বকৎ)—সময়। আ : বকৎ। তু : পু. গীতিকা, ও : চুরি কর ক্ষতি নাই শুন আমার কথা ; পাঁচ আকৃত নামাজ পড় না কর অগুথা। পু : আ. ঘ. হুলাল : মুইও ওকৃত বুঝে হাত মারবো।

অকৃতিয়ার, আকৃতিয়ার, এক্তার, একৃতিয়ার, এখতিয়ার—ক্ষমতা, অধিকার, ইচ্ছা। আ : ইখ্-তিয়ার—নির্বাচন, ইচ্ছা, দখল। তু : ঢোঁ চ. মানস : ডেরাইবার সাহবই তো ধনুয়া মহতোর সমান অকৃতিয়ারের লোক। পু : অপসরণ : হওয়া না হওয়া কি তো তোর এক্তারে। অথবা, রামপ্রসাদ : আছে এক্তারে মন,—এই বেলা তুই চুটিয়ে ফসল কেটে নে না।

অছি, অছী—সম্পত্তির তত্ত্বাবধানকারী, trustee. আ : বৃষী। তু : বিমলা : যে নাবালকের অছি আমাকে তাহা বিক্রয় করিল তাহার তাহার প্রকৃত অধিকারী নহে। পু : শ্রীকথামৃত, ও : যখন জমিদার নাবালক ছেলে রেখে মরে যায়, তখন অছী সেই নাবালক ছেলের ভার লয়।

অছিং, যেমন অছিং দরখাস্ত—সম্পত্তির তত্ত্বাবধানকারী নিযুক্তির আবেদন পত্র, বা অছিয়ং, যেমন অছিয়ং নামা—উইল বা ইচ্ছাপত্র। আ : বৃষিয়ং—উইল, উপদেশ। তু : চি. প. স. চিত্র : এমতে নাচার হইয়া জুজুর অছিং দরখাস্ত দিয়া প্রার্থনা যে,...

অছিলা,—লে, অসিলা, উছিলা, উছিলা—নিমিত্ত, ছল, ছুতা, কারণ। আ : বসীলহ—মাধ্যম, উপায়। তু : জহুরানামা : তার অছিলাতে আইলে, তাই যে আমারে পাইলে,—নহে কি পাইতে দর্শন। পু : যোগাযোগ : সেই জন্তেই ইচ্ছে করে খেতে দেবী হয়ে যায়, বই পড়াটা একটা অছিলে। নবাবনন্দিনী : এই ভয়ে একটা মিথ্যা অছিলা করিয়া আগেই কতোয়ালের নিকট সাক্ষাৎ করিয়া রাখিতেছি। অথবা, মৈ. গীতিকা : একদিন কিবা জানি উছিলা করিয়া ; গুরু পূজার ফুল দিল ফালাইয়া।

অজবুগ উজবক—বোকা, কিছুত-কিমাকার। ফা : (তুর্কীর মাধ্যমে) : উজবক (বা উধ্-বক)—উজবকবাসী তাতার জাতি। তু : ঘরে-বাইরে : আমি

বলতুম, ওরা যে আমাদের অসভ্য অজ্ঞবুগ মনে করে যাবে। পুঃ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : যবন কিরাত শক, আগুদলে উজ্জবক, খোরাসানি মোগল পাঠান।

অজল, আজল, হাজল—চিরস্থায়ী সত্তা। আ : অজ.ল্। তুঃ গৌর্যবিজয় :
 * সে যেন জিন্দগী তোমার হায়ন সেফাত। থাকিতে এ দম্ কর হাজল মারফত ॥
 (অর্থাৎ সে জীবন তোমার যেন জৈবগুণসম্পন্ন; এ প্রাণ থাকিতে চিরস্থায়ী সত্তার জ্ঞানে উদ্ধুদ্ধ হও।)

অজিফা, আজিফা, ওজিফা—দান, সিদ্ধবস্তু, ধর্ম-বিষয়। আ : ব্জী.-ফহ। তুঃ হৈয়দ আলি, রাগ মারিফৎ : কিতাব কোরান পড়ি না পাই তার দর্শন। ওজিফাতে শুদ্ধবচন চিন্তায় নারে তার অজ্ঞান মন ॥

অজু, উজু, ওজু—প্রার্থনার পূর্বে হাত মুখ ধৌতকরণ বা জল-শুদ্ধি। আঃ ব্জ্জ্। তুঃ পূ. গীতিকা, ত : খাটের উপর চিৎভাবে শয়ন করিয়া। জলদি অজু বানায় মুখত পানি দিয়া ॥ পুঃ আ. ষ. ছুলাল : এই ভাবিয়া একটা বদনা লইয়া অজু করিতেছিলেন।

অজুৎ, ওজুদ—ভগবৎ-সত্তা বা চিরস্থায়ী সত্তা। আঃ ব্জ্জুদ্। তুঃ গৌর্যবিজয় : অজুৎ জানেন তেহ বেদানারো মিছাল। এই দম-সুতায় গাঁথা কহিনু সে হাল ॥

অজুরা, আজুরা—বেতন, মুজুরি; অজুরদার—ভাড়াটিয়া মজুর। ফাঃ অজুরহ, অজুর্দার। তুঃ তোহফা : আজুরা না লই যদি এই কর্ম করে। প্রভুর নিকটে বহু সম্পদ আখেরে ॥

অজুহৎ, অজুহাত, ওজুহাত—হেতু, কারণ। আঃ ব্জ্জহ্-র বহুবচন, ব্জ্জুহাত। তুঃ অপসরণ : তাহলে আমি সেই অজুহাতে ডিভোস আদায় করে নেব। পুঃ চাচা কাহিনী : এমন একটা ওজুহাত ইংরেজ খুঁজছিল বটে।

অজুন্নামা—(অর্থাৎ অজুহৎ + নামা)—বিচারের হেতু প্রদর্শনযুক্ত দলিলপত্র। আঃ ব্জ্জুহাত + ফাঃ নামহ; অজুহৎ দ্রষ্টব্য।

অঞ্জাম, আন্জাম, আম্জাম—প্রাপ্তি, সমাপ্তি। ফাঃ আন্জাম—পরিণাম, সমাপ্তি। তুঃ চন্দ্রশেখর : যদি আপনারা স্বীকৃত হয়েন, তবে টাকার অঞ্জামটা আপনাদিগের করিতে হইবে। পুঃ রং বাহার : কত ছন্দে-বন্দে তার

আনজাম করিয়া। কবিতা করিই শুরু এলাহি ভাবিয়া ॥ অথবা চি.প.স. চিত্র : আমা হইতে যাহা পত্রে লিখিয়াছিলেন, তাহা আনজাম হইল না।

অঞ্জুমান, আঞ্জুমান—সমিতি, সজ্জ, সমাজ। ফাঃ অন্জুমান্। তুঃ অ. কু. সেন, বস্ত্র : আর কেউ যখন নেই, পক্ষায়েতকে ডেকে আঞ্জুমানে খবর দাও। কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করাও।

অতদ্বীর—তদ্বীর দ্রষ্টব্য।

অন্দর, আন্দর—ভিতর, অন্তর্বাণী বা ভিতর-মহল। ফাঃ অন্দর (তুঃ সং অন্তর)। তুঃ ক্ষণিকা, বোঝাপড়া : জলের তলে পাহাড় ছিল—লাগল বুকের অন্দরেতে। পুঃ মৈ. গীতিকা : অন্দর ময়ালে আমার ফুলের বাগান। দুই জনে তুলিব ফুল সকাল ও বিয়ান ॥ অথবা পু. গীতিকা, ৩ : মুখেতে সুগন্ধ পান দাড়িতে আতর। ধীরে ধীরে আসি ভোলা পশিল আন্দর ॥

অফিয়ৎ, আফিয়ৎ—খয়রফিয়ৎ দ্রষ্টব্য।

অশুরি—সুগন্ধ (তামাক)। আঃ ‘অশুরী। তুঃ বিনি পয়সার ভোজ : যোলো টাকা ভরির অশুরি তামাক না হলেও আমার কষ্টে সৃষ্টে চলবে।

অয়রান, উয়েরান, ওয়রান—নির্জন। ফাঃ বীরান্ ; বিরান দ্রঃ। তুঃ ছ. প্যা. নকশা : কিন্তু বর্তমান কুমার বাহাদুর পিতার মৃত্যুর মাসেকের মধ্যে বাগানখানি অয়রান করে ফেলেন। পুঃ প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন : গোসামাত্রির কথামতে আমাকে খানে-ওয়রান করা উচিত নহে।

অরংসাই—সত্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের মুদ্রা। ফাঃ ঔরনুগ্‌শাহী। তুঃ চি.প.স. চিত্র : পৃঃ ২৭০, ৩৮৮, ৩৮৮।

অর্শা, অর্শান, আর্শা, আর্শান—উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। আঃ ‘ইর্ছ—উত্তরাধিকার। তুঃ মহানিশা : তিনি উইলে লিখে গেছেন যে যদি তার মেয়ে মারা যায় ত তার সমস্ত সম্পত্তি তার স্বামীকে অর্শাবে এতে কেউ কোন আপত্তি তুলতে পারবে না।

অলখল্লা, আলখল্লা, আলখাল্লা—পা পর্যন্ত বুলান ঢিলা জামাবিশেষ। আঃ অল-খালিক্। তুঃ অপসরণ : গায়ে গেরুয়া আলখল্লা।

অলি, ওয়ালী—রক্ষক, অভিভাবক। আঃ ব্.লী—প্রভু, শ্রেষ্ঠ বন্ধু, মহাত্মা। অলি-অছি—নাবালকের অভিভাবক; অছি দ্রঃ। তুঃ গোপীচন্দ্র (ক. বি. সং): রূপ দেখি তপভঙ্গ ভুলিয়ে যায় অলি। অথবা, জহুরানামা : তুমি যদি অলি আল্লার আছ এখানেতে। তবে কেন মানুষেরে খায় রাক্ষসেতে। পুঃ আলেক লায়লা : মুর্শিদের কদম ধরি কহে নাছের আলি। সাহা জেয়াওদি নাম আল্লার সে ওয়ালি ॥

অসবারা, আসওয়ার—অশ্বারোহী বা সোয়ার। প্রাঃ পার্শী : অসবারি (সং অশ্বারোহী); সওয়ার দ্রষ্টব্য। তুঃ বাসবদত্তা : অশ্বপৃষ্ঠে বসি দো অশ-বারা। পুঃ চৈ. চরিতামৃত, মধ্য : হেনকালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইলা। য়েচ্ছ পাঠান দোড়া হইতে উত্তরিল ॥ অথবা, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : দেখিয়া লাগয়ে ধান্দা, কটিতে কিঙ্কিনী বান্ধা, আসওয়ার আসে রণজিৎ।

অমিলা—অছিলা দ্রষ্টব্য।

অসোয়াস, ওসোয়াস—সন্দেহ, অবিশ্বাস। আঃ ব্.সব্.স্। তুঃ চি. প. স. চিত্র : তুমি কিছু সাহাজ্য করিবেন তাহাতে কোন ওসয়াস করিবেন না, এ ভার আপনার নিতান্ত জানিবেন।

• অস্তগ্-ফার—ক্ষমাপ্রার্থনা। আঃ ইস্তিঘ্ফার। তুঃ গোথ'বিজয় : অধীন শ্যামাচরণ বলে প্রেমের নাচার। তৌবা অস্তগ্-ফার করি দরগায়ে খোদার ॥

অস্তর, আস্তর—জামার ভিতরের কাপড়। ফাঃ ব্.স্তর। তুঃ পথে-বিপথে, টুপি : কিন্তু কে জানে, ওই টুপির গুণে কিম্বা যে লম্বা-কান জানোয়ারের চামড়া দিয়ে সেটা আস্তর করা ছিল তারই গুণে, বুদ্ধিটা যখন আমার মাথায় এল তখন বোগদাদ থেকে অনেক দূরে বসোরায়ে এসে পৌঁছেছি।

অহিফেন—আপিং দ্রষ্টব্য।

আ।

আইআম, আইয়াম, আয়াম—সময়, কাল। আঃ য়ুম্ শব্দের বহুবচন আয়াম্। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ : তিন পুরুষের আইয়ামের ধলা হাতী ছিল। হাতির নিকটে সবে উপনীত হইল ॥

আইন—বিধি, নিয়মকানুন —ফাঃ আঈন্। -কানুন—বিধি-নিয়ম ; -পেশা —আইনজের জীবিকা ; -বাজ—আইনজ। কানুন, পেশা ও বাজ দ্রষ্টব্য। তুঃ অপসরণঃ তার চেয়ে তুমি যাও, আইন পড়, ব্যারিস্টার হও। পুঃ হেমচন্দ্রঃ শেষে আইনপেশার পেশাকারিতে মনটা গেল ঘেটে। অথবা, জ. প্যা. নক্শাঃ হাইকোর্টের আর্টনারী বাডীর প্যাডা ও মালী পর্যন্ত আঈনবাজ হয়ে থাকে।

আইনা, আয়না—দর্পণ। ফাঃ আঈনহ। তুঃ বিনি পয়সার ভোজঃ তাহলে চেকে পুঁচে চীনের বাসনগুলোকে একেবারে কাঁচের আয়না বানিয়ে দেব।

আইন্দা, আএন্দা, আয়েন্দা—ভবিষ্যৎ, পরবর্তী। ফাঃ আইন্দহ। তুঃ চি. প. স. চিত্রঃ সন আইন্দার মাহে পৌষ মাঘে।

আইয়াম—আয়াম দ্রষ্টব্য।

আউজ্—আশ্রয়, প্রার্থনা। আঃ ‘অউজ্ (বা ‘অউধ্)। -অ বেলা —আমি ভগবানের আশ্রয় প্রার্থনা করি। আঃ অ‘উজুবিল্লাহ। তুঃ হারামনি, লালনঃ পড়িলে আউজবেলা দূরে যাবে লানতুল্লা’।

আউজ—এওজ দ্রষ্টব্য।

আউরৎ—আওরৎ দ্রষ্টব্য।

আউল—আওল দ্রষ্টব্য।

আউল, আউলিয়া, আওলিয়া, আউল-বাউল—বৈধব সম্প্রদায় বিশেষ। আঃ ব্লী—মহাত্মা ; এবং ইহার বহুবচন আউলিয়া—একটি সুফী সম্প্রদায় বিশেষ। তুঃ পুঁথি পরিচয়, ২, দিগবন্দনাঃ সাহা মাদার বন্দো আউলের প্রধান। বদর সাহেব বন্দো করিয়া প্রণাম ॥ পুঃ পূ. গীতিকা, ৩ঃ কোন আউলিয়া তুমি আইলা কোন পীর। পরিচয় দিয়া আমার মন কর থির ॥ অথবা, চৈ. চরিতামৃত, অন্ত্যঃ বাউলকে কহিও লোক হইল আউল। বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥

আউলাদ, আওলাদ—ছেলেমেয়ে, পুত্রাদি। আঃ আউলাদ—বলদ-এর বহুবচন (পুত্রাদি)। তুঃ লায়লা মজহুঃ হাসেনের আউলাদ হইতে মুরিদ হইয়া। ফাতেমার গোরে জিয়ারত করে গিয়া ॥

আউলিয়া—আউল দ্রষ্টব্য।

আউশ, হাউশ, হাইবাস, হাব্যাস, হাবিলাস, হায়স—ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা
আকর্ষণ, উৎসাহ। আঃ হব্‌স্ বা হওআস্—কামনা বাসনা। তুঃ মৈ. গীতিকা :
সেকন্দর দেওয়ানের শিকারে বড় আউশ। পংখী শিকার করবার যায় হইয়া বেউস ॥
পুঃ বাংলা প্রবাদ : হাউশ আছে রুচ নাই, দাড়ি আছে মোছ নাই। অথবা,
মানিক গাঙ্গুলি : মৌনযোগে মহামায়া মনের হাইবাসে। আবার গোপীচন্দ্র :
পাঁচ কত্যা বিবা করি পুরে গেল মনের হাবিলাস। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : কান্দরে
নকুল স্নত দারার হাব্যাসে। সবংশে মজিনু আমি তোমার আশ্বাসে ॥ পুঃ
মনসা-বিজয় : সাপের দেবতা বটে সেই ত মনসা। হিন্দুর গোসাত্তিঃ যবনের
হওআসা।

আএদা, আওদা, উআদা, ওয়াদা—প্রতিজ্ঞা, সময়-নির্দেশ। আ : ব্‌অদহ।
তুঃ গোপীচন্দ্র : বার বৎসর গ্যাল সোআমি আএদা করিয়া। অন্ত্র : বার
বৎসর গ্যাল সোআমি আওদা করিয়া। তার বৎসর হইল সোআমি না আইল
ফিরিয়া ॥ পুঃ স. ব. উপাখ্যান : জসিমুদ্দিনের ইলাজের জন্তে কলিমুদ্দিন
রূপেয়ার ইন্তিজামের ওয়াদা দিয়েছিল। আবার, চি. প. স. চিত্র : পরিসোদের
উআদা নিজ সনের মাহ পোষে আপন চাষে পরিসোদ করিব।

আএন্দা--আইন্দা দ্রষ্টব্য।

আএব, আয়েব—দোষ, নিন্দা। আঃ 'অজ্ব'। তুঃ ভারতচন্দ্র : ভাতের
কি কব পান পানীর আয়েব। কাজি নাই মানে পয়গাম্বরের নায়েব ॥

আএমা, আয়মা, আয়েমা—পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত নিষ্কর বা স্বল্পকর জমি।
আ : আ'ইস্মহ—অতি সাধারণ বস্তু। -দার—আয়েমা অধিকারী। তুঃ আ. উ.
খান : এই কাজী বংশ মোগল আমল হতে আয়মা সম্পত্তি ভোগ করে আসছেন
এবং কাজী নজরুল ইসলাম এই বংশেরই সন্তান। পুঃ পাঁড়ুয়ার কেছা :
শত শত আয়মাদার পাঁড়ু আতে ছিল। কালেতে তাহারা খুব লায়েক হইল ॥

আওআম—আওয়াম দ্রষ্টব্য।

আওয়াজ, আবাজ—স্বর, শব্দ। ফাঃ আবাজ। তুঃ বিজয় গুপ্ত : পঞ্চ
ছন্দে নানা বাজ বাজেত তথায়। আওআজে বার্তা পাইল হোসেনের মায় ॥

পুঃ পূ. গীতিকা, ৩ : গোল্লার আবাজের মতন ডাকিয়া জিউকার। পাড়াপড়শী-
গণে আয়রা ডাকে বার বার ॥ অথবা, অপসরণ : স্নেহময়ের মোটরখানার কি
জানি কেমন আওয়াজ।

আওয়াম, আওআম—জনসাধারণ। আঃ ‘আবাম্’ (‘আম্’ শব্দের বহুবচন) ;
আম দ্রষ্টব্য। তুঃ রেজাউল্লা : ফারছি থাকিয়া সেহ হইয়াছে হিন্দিতে।
আওআম লোকেতে কেহ না পারে পড়িতে ॥

আওয়ারা, আওয়ারি—ভবঘুরে। ফাঃ অব্বারহ। তুঃ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী :
শুনিয়া শিবের শিঙ্গা, ধায় যত বিঙ্গা চিঙ্গা, সাথে ফিরে আওয়ারি আওয়ারি ॥

আওরৎ, আওরাৎ, আউরৎ—স্ত্রী, স্ত্রীলোক। আঃ ‘অউরৎ’। তুঃ পূ. গীতিকা,
৩ : প্রথম আওরাৎ তার গিয়াছে মরিয়া। চাল্লিশ বছর উমরেতে আবার কইলু
বিয়া ॥

আওল, আউল, আউওল, আওয়াল—প্রথম, শ্রেষ্ঠ। আঃ অব্বল্—প্রথম ;
- ১ —শ্রেষ্ঠ। তুঃ মহম্মদ খাতের : বনবিবির কেছা যাহা, আওআল আখের
তাহা, একে একে কইলু বিরচন।

আওজ—এওজ দ্রষ্টব্য।

আওলাৎ—আয়ালৎ দ্রষ্টব্য।

আওলাদ—আউলাদ দ্রষ্টব্য।

আওসৎ, হাওসৎ, হাউসাত্—বড় জমিদারীর অধীন খাজনা করা জমিজমা,
যেমন আওসৎ-তালুক। আঃ অউসহ—মাধ্যম। তুঃ গোপীচন্দ্র : টাটির
উপর পাটি বিছাও এক বুক উচল। হাউসাত থাকি বিছায়া দে হৃদয়ের
কুউর ॥

আওহাল—আহাল দ্রষ্টব্য।

আঁ—আন্ দ্রষ্টব্য।

আকচ, আখজ, আখেজ, আখুচি—শক্রতা, কলহ। আঃ আখ্জ্ (বা
অখ্ধ্) তুঃ কবিকঙ্কণ : পূর্বেতে কলহ ছিল ধনপতি সনে। আখুচী করিল বেণে
তাহার কারণে ॥ পুঃ পূ. গীতিকা, ২ : মাথা থাপাইয়া দেওয়ান কান্দিতে
লাগিল। কোন না আখেজে হায়রে জাতি মারিল ॥

আকচর, আখ্‌ছার, আকসার—প্রায়শঃ, সর্বদা। আঃ অকছর—অনেক, অধিকতর। তুঃ চাচা কাহিনী : মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি দেয় বটে, কিন্তু তিনি যে আছেন সে কথাটা কথাবার্তায় আকসারই অস্বীকার করে যায়।

আকন্, আকন্দ—আখুন দ্রষ্টব্য।

আকবৎ—সমাপ্তি। আঃ ‘আকিবৎ। তুঃ হা. তা. কেচ্ছা : পুথি ছাড়া সেকায়েৎ করে যে আমার। হামজা বলে আকবতে হবে গোনাগার ॥ পুঃ ইমামের কেচ্ছা : রাধাচরণ গোপে ভোনে সাবুদ রেখ কাম। আকবতের কাণ্ডারি পির হজরৎ ইমাম ॥

আকবর—সর্বশক্তিমান, যেমন আল্লাহো আকবর—ভগবান সর্বশক্তিমান ; মোগল সম্রাট আকবর। আঃ অকবর্—অধিকতর মহান বা সর্বশ্রেষ্ঠ। তুঃ সুরধনী কাব্য : আকবর রাজধানী আগ্রানগরী। প্রবাহ পুলিনে যেন বিভূষিতা পুরী ॥

আকল, আক্লেস, একেল, অকল, বা আকলমন্দি—জ্ঞান, চালাকি ; নিবুদ্ধিতা অর্থে যেমন আক্লেস সেলামী ; সেলামী দ্রষ্টব্য। আঃ ‘অক্ল—জ্ঞান ; বা ‘আকিল—বুদ্ধিমান ; ‘অক্লমন্দি—জ্ঞান। তুঃ বাংলা প্রবাদ : মানুষ চেনে আকলে। গাছ চেনে বাকলে। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩ : ওরে গুলবদন জমাদার মস্ত পালোয়ান ; সকলের ছরদার মিঞা আকল ভালা তার। অথবা, গোখ’ বিজয় : সেই চারি ফেরেস্‌তার কথা শুন দিয়া মন। আক্লেস, অকুব, হেউস, বুদ্ধি এই চারিজন ॥ আবার, অপসরণ : কিন্তু বাদলের আক্লেস হলো (অর্থাৎ সে তাহার নিবুদ্ধিতা বুদ্ধিতে পারিল)। পুঃ ধূপছায়া : রেলের বেলা তখুনি টিকিট ফেরত দিলে শতকরা দশটাকা খেসারতির আক্লেস সেলামী দিয়ে ভাড়ার পয়সা ফেরত পাবেন। অথবা, জামাই বারিক : বুট্ বাৎ মে না দেবা দেল ; সত্য সে বানাবা একেল।

আকসর—আকচর দ্রষ্টব্য।

আকিদা, একিদা—বিশ্বাস, স্বার্থ, উৎসাহ। আঃ ‘আকীদহ—বিশ্বাস, ধর্ম। তুঃ আ. ঘ. ছুলাল : কি প্রকারে জয়ী হইব তাহাতেই কেবল একিদা থাকে। পুঃ সত্যপীরের পুস্তক (ফৈজুল্লা) : সের আলি ফতেমা বন্দো একিদা করিয়া। হাছেন হোচেন পয়দা হইল যাহার লাগিয়া ॥

আকোন—আখুন দ্রষ্টব্য।

আখজ—আকচ দ্রষ্টব্য।

আখনী ছুধের সর, মাংসের ঝোল। ফাঃ ইয়খনী—ভজিত।

আখির, আখের,—ই-ঈ—শেষ, সমাপ্তি। আঃ অখীর্। তুঃ ঘনরামঃ
ভুলায়ে রাখিতে পারি যদি যুবরাজে। আখেরে আসিবে তোর বউ-ঝিয়ের কাজে ॥

আখুচি—আকচ দ্রষ্টব্য।

আখুন, আকোন, আকন্দ, আকন—শিফক। ফাঃ আখুন। তুঃ আ. ঘ.
তুলান : আরে বাবু, এ গান বৃত্তিতে গেলে আকোনের কাছে ফারসি পড়িতে
হয়। পুঃ বংশীবদন : আকন্দ হাসন কাজি হইল আগোয়ান। তালিপ মুরসিদে
তার ধরিছে যোগান ॥ অথবা, রায়মঙ্গল : অবিলম্বে উত্তরিল রাজার নগরে।
বালক ফারসী পড়ে আখোন হুজুরে ॥

আখজ—আকচ দ্রষ্টব্য।

আখের—আখির দ্রষ্টব্য।

আখোন - আখুন দ্রষ্টব্য।

আগা—মুসলিম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপাধি। ফাঃ আঘা। তুঃ পথে বিপথে,
দোশালা : ‘অব শুনিয়ে’ বলেই আগা সাহেব আরম্ভ করলেন পোস্ত উর্
আর হিন্দি ভাষার খিচুড়ি একটা আজগুবি গল্প।

আগাজ—আরম্ভ, সূচনা। ফাঃ আঘাজ্.। রং বাহার : করিছে আগাজ
কেচ্ছা, সন তারিখ দিন আচ্ছা, বারশত একঘটি একিন।

আঙ্গুর—দ্রাক্ষা। ফাঃ অঙ্গূর্। তুঃ রবীন্দ্র, একটিমাত্র : বনের মধ্যে
পেয়েছিলাম একটি আঙ্গুর ফল। পুঃ নজরুল : অধর-আনার রসে ডুবে গেল নার-
ভীতি ; মাটির সোরাহী মস্তানা হল আঙ্গুরী খুনে তিতি।

আচকান—এক প্রকার ঝুলান লম্বা কোট। তুর্কী অচ্কন্। তুঃ বাঁশরী :
...চুড়িদার সাদা পায়জামা, চুড়িদার সাদা আচকান...দেহটা যে ওজনের, কণ্ঠস্বরটাও
তেমনি।

আচমান—আসমান দ্রষ্টব্য।

আচার—তৈল সর্ষপাদি যোগে জারিত আত্মাদি ফল। ফাঃ অচার। তুঃ চৈ. চরিতামৃত, অন্ত্যঃ কোলিশুঙ্গী, কোলিহুর্গ, কোলিখণ্ড আর। কত নাম লব যত প্রকার আচার ॥

আহমান—আসমান দ্রষ্টব্য।

আছর—কার্যকর, চিহ্ন। আঃ অছর। তুঃ আসিক নামাঃ রাখ, মানে না, থাক মানে না, দাব দিলেও দাব শুনে না। এগো যাছ টুনা কৈরে চাইলাম আছর করে না ॥

আছর—আসর দ্রষ্টব্য।

আছাল্তন—আমল দ্রষ্টব্য।

আজ—হইতে ; যেমন আজগবি (আজগবি দ্রঃ) বা আজরাহে—জবরদস্তি ॥ ফাঃ আজ্, রাহি—জবরদস্তী। ফাঃ অজ্.। তুঃ চি. প. স. চিত্রঃ আজ রাহ জবরদস্তি খামখায় দেহাৎ পুরকে জালাঞা পুড়াঞা জিবানন্দকে বান্ধিঞা নিঞা গেল।

আজগবি, আজগুবি, -বী,—আকস্মিক, আশ্চর্যজনক, মিথ্যা। ফাঃ অজ্. + আঃ ঘয়ব্—স্বর্গীয়। তুঃ জামাই বারিকঃ আজগবি ছনিয়ার খেলা। পুঃ আবোল-তাবোলঃ আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা। অথবা, হু. প্যা. নক্শাঃ সেথায়...নানরকম আজগুবী কেতার জানোয়ার আছে। এমনকি এক আধটির জোড়া নাই। আবার, লালন-গীতিকাঃ যদি কেউ আজগবি যায়—ওমনি উঠে ছৌ মারে।

আজব—অদ্ভুত, আশ্চর্য, প্রশংসনীয়। 'অজব্. -তামাশা—পরমাশ্চর্য দৃশ্য ; তামাশা দ্রষ্টব্য। তুঃ অনদামঙ্গলঃ পাদশা কহেন শুন মানসিংহ রায়। গজব করিলা তুমি আজব কথায় ॥ পুঃ গোর্থ বিজয়ঃ সাতালি পর্বতে আছে সাইল স্মুআর বাসা। ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে আজব তামাসা ॥

আজল—অজল দ্রষ্টব্য।

আজাদ—স্বাধীন, মুক্ত ; -দী—মুক্তি। ফাঃ আজাদ্। তুঃ নজরুলঃ আজাদী মিলেনা পস্তানোয়।

আজান—মুসলমানদের প্রার্থনার জন্য উচ্চৈঃস্বরে আজান। আঃ অজান্ (বা অধান্)। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ : হাতী যদি ভাঙ্গে খেদা পরান লইয়া টান। স্থানে স্থানে মুছলমানে পুকে আজান ॥ পুঃ গড় ক্রীখণ্ড : তার খিদমদ্ বলতে এক আজান দেওয়া।

আজাব—শাস্তি। আঃ ‘অজাব (বা অধাব্)। তুঃ পূ. গীতিকা, ২ : আজাব মুক্ষিলে আমি পড়িয়াছি বর। সিতাবি যাইয়া তুমি এক কাম কর ॥

আজার—অত্যাচার, শাস্তি। কাঃ আজার্। তুঃ নজরুল, সাম্যবাদী : এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন্। বলে, ‘বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাতদিন’।

আজিজ—আজেজ দ্রষ্টব্য।

আজিফা—অজিফা দ্রষ্টব্য।

আজুরা—অজুরা দ্রষ্টব্য।

আজেজ, আজিজ—অসহায় ; -জি,-জী—অসহায় অবস্থা, বিনীত ভাব। আঃ ‘অজিজ্,—জী। তুঃ পাঁড়য়ার কেচ্ছা : বহুতর আলেমের নিকট যাইয়া। পুচ্ছি খবর খুব আজিজি করিয়া ॥

আজেবাজে বা বাজে—আশ্চর্য, অতি সাধারণ। কাঃ ‘অজ্. অজব্ বা অজ্. ব’জী। তুঃ সা. বি. গোলাম : সিন্ধুর সঙ্গে আজে বাজে গল্প চলছে তার। পুঃ চতুরঙ্গ : বাজে কথা ? কাকে তুমি বল বাজে কথা ?

আজুমান—অজুমান দ্রষ্টব্য।

আতর, আতোর—সুগন্ধিদ্রব্যবিশেষ ; -দান—সুগন্ধ দ্রব্যের পাত্র। আঃ ‘ইহর্+ফাঃ দান্। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ : গরম পানি দিয়া পরে করিল গোছল। গায়েতে মাখিয়া দিল আতর গোলাপ জল ॥ পুঃ কৃষ্ণমঙ্গল : সুগন্ধি আতোর ফাণ্ড দিল শ্যাম গায়। আনন্দে বিভোর তথা হইলা নন্দ রায় ॥ অথবা, সা. বি. গোলাম : আতরদান থেকে আতরের ফোয়ারা ছোটে।

আতস,-শ—আগুন। কাঃ আতিশ্। -সী—অগ্নি উৎপাদক ; যেমন আতসী কাঁচ। আতসবাজী—অগ্নিক্রীড়া ; বাজী দ্রষ্টব্য। তুঃ সাম্যবাদী : ছদিনে

আতশী ফেরেস্তা-প্রাণ ভিজিল মাটির রসে। শফরী চোখের চটুল চাতুরী বুকে দাগ কেটে বসে ॥

আতা—স্বাস্থ্য, অল্পগ্রহ। আঃ ‘অহা। তুঃ পূ. গীতিকা, ওঃ ভাল আতা ফকির রে—আরে, ফকির পরিল জমীনে। পুঃ জিয়ারতে কবরঃ তাতে খবর পাও আতা কর দীনদার। সরম না কর মুঝে লোগের মাঝার ॥

আতোর—আতর দ্রষ্টব্য।

আদৎ—অভাস, স্বভাব। আঃ ‘আদৎ। তুঃ রং বাহারঃ বাপ আর দোনো চাচা, খছলত আদৎ আচ্ছা, নেকি ছাড়া নাহি করে বদি। পুঃ স. ব. উপাখ্যানঃ আর জসিমুদ্দিনের আদত দেখে কারখানার আর সবাইতো বিগড়ে গিয়েছে।

আদৎ, আদদ—সমুদয়। আঃ ‘অদদ্; আদদা দ্রষ্টব্য। তুঃ প্রা. ক. গান, রামু সরকারঃ জানতে চাইরে তোর আদত খবর, ভেঙ্গে বলরে সমুদয়।

আদব—ব্যবহার, চাল-চলন, ভদ্রতা; -কায়দা—ভদ্রতার নিয়মাদি। আঃ অদব্ঃ কায়দা দ্রষ্টব্য। তুঃ বিজ্ঞানসুন্দর (রা. প্র)ঃ সফাই শান্তিরি যারা কুর্নিস করে তারা আদবেতে লোটাইয়া শির।

আদম—ইসলাম ধর্মানুসারে প্রথম সৃষ্ট ব্যক্তি; -জাদ্—আদমজাত, মানুষ। -সুমারি—লোকগণনা; সুমার দ্রষ্টব্য। আঃ আদম্। আদমী—মানুষ, স্বামী। আঃ আদমী—মানব, মানবীয়। তুঃ শৃংখপুরানঃ ব্রহ্মা হইল মহামদ, বিষ্ণু হইলা পেকান্বর আদম হইল শূলপাণী। পুঃ অননদামঙ্গলঃ লস্করে ছু তিন লাখ আদমী তোমার। অথবা, আ. ঘ. ছুলালঃ আদমির আপনার দিন (ধর্ম) খোয়ানা বহুত বুঝ। আবার, গড়-শ্রীখণ্ডঃ “আদমজাদ পয়মাল হয় না খায়ে”।

আদল—বিচার; আদালত—বিচারালয়। আঃ ‘অদল্, ‘অদালৎ বিচার। তুঃ সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৬৬ (গ্রন্থপরিচয়)ঃ ব্যক্তিগত ধান-ধারণার আদলে অসংলগ্ন প্রশংসা আরোপের প্রবণতা পাগলা কানাই সম্পর্কে একাধিক অপ্রমাণিত সিদ্ধান্তের জন্ম দিয়েছে। পুঃ আ. ঘ. ছুলালঃ সত্যের সহিত ফরখতাখতি করিয়া আদালতে ঢুকিতে হয়।

আদা, আদাই—আদায় দ্রষ্টব্য।

আদা৩৭,-তি-শক্রতা। আঃ 'অদাব্'। তুঃ চি. প. স. চিত্রঃ
আমরা রাজি না হইবাতে আদাওতিক্রমে এই নালিশ করিয়াছে।

আদাব—অভিবাদন। আঃ আদাব্। -তস্লামাৎ—ভদ্রতা, বা ভদ্র
ব্যবহার; তস্লাম দ্রষ্টব্য। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ : সাধুর সঙ্গে সাত ভাই কইল
কোলাকোলি। আদব ছালাম করে ভাই ভাই বুলি ॥

আদায়, আদাই, আদা—গ্রহণ, সংগ্রহ, পরিশোধ, সম্পাদন। আঃ
'অদা। তুঃ অ. ঘ. ছুলাল : তাহারা মোক্তারনামার দ্বারা সকল আদায় ওয়াশিল
করিতেন। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩ : চৌখের পানি বিনে তাহার আর কিছু নাই।
কমল সদাইগরের পালা করিলাম আদাই ॥

আদালত—আদল দ্রষ্টব্য।

আদা, আদদ—সংখ্যা। আঃ 'অদদ্' ; আদৎ দ্রষ্টব্য। তুঃ চি. প. স.
চিত্র, পৃঃ ১৫৬।

আদাজ, আদাশ—আদাশ দ্রষ্টব্য।

আন, আ—ফারসী বহুবচনের চিহ্ন। যেমন, মুসলমান (আঃ মুসলিম
+ আন) ; বা আহদিয়ান—সন্যাদি ; আহদি দ্রষ্টব্য। তুঃ রাজসিংহ : যে সকল
আহদিয়ান তাঁহাদের প্রহরায় নিযুক্ত ছিল—তাহারা কেহই অস্ত্রসঞ্চালন করিতে
পারিল না।

আনজাম—আজ্জাম দ্রষ্টব্য।

আনসার—আসার দ্রষ্টব্য।

আনা---ফারসী প্রত্যয় আন্ হইতে। যেমন, আমীরানা—আমীরশুলভ
স্বভাব ; আমীর দ্রষ্টব্য।

আনামত—আমানত দ্রষ্টব্য।

আনার—এক প্রকার ফল। ফাঃ অনার্। তুঃ সাম্যবাদী : অধর-আনার
রসে ডুবে গেল নার-ভীতি। মাটির সোরাহী মস্তানা হল আঙ্গুর খুনে তিতি ॥

আস্তাজ—আন্দাজ দ্রষ্টব্য।

আন্দর—অন্দর দ্রষ্টব্য।

আন্দাজ, আস্তাজ—অনুমান, আভাস ; আনুমানিক, প্রায় ; ফারসী প্রত্যয়। ফা: অন্দাজ্.—অন্দাখ্-তন (নিষ্কেপ) ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য ; বা অন্দাজ্.হ—অনুমিত পরিমাণ। তু: ফারসী প্রত্যয়-বাচক—বরবন্দাজ (আ: বর্ক, অগ্নিশলাকা + অন্দাজ্., নিষ্কেপকারী), বা তীরন্দাজ (ফা: তীর + অন্দাজ্.)। পু: আ. ঘ. ছুলাল : খরচ বড় হইবে না—আন্দাজ টাকা শ চার পাঁচের মধ্যে। অথবা, বন্ধিম, ধর্মতত্ত্ব : এ সকল আন্দাজি কথা। আন্দাজি কথার প্রয়োজন নাই। আবার, অপসরণ ; যুদ্ধ বাধবেই, তবে কার সঙ্গে কার আন্দাজে বলতে পারব না। পূ. গীতিকা, ৪ : উত্তরের কালা তারা বড় দাগাবাজ। এত টাকা দিলাম তারে না বুঝে আস্তাজ।

আন্দিশা, আন্দেদ—চিত্তা, ভাবনা। ফা: অন্দীশহ। তু: চি. প. স. চিত্র : করার মাফিকে টাকা পাঠাইবো, আন্দেদা কদাচ করিবে না। পু: চাচা কাহিনী : বহুত আন্দিশা করেও তিনি কোনো ফৈসালা করে উঠতে পারলেন না।

আন্সার, আন্সার—সাহায্যকারী ; মদিনায় সহগামী হজরতের মহম্মদের বন্ধুবর্গ। আ: নাস্বির (বন্ধু) শব্দের বহুবচন অন্সার্। যেমন, আন্সার বাহিনী (সাহায্যকারী সৈন্যদল)।

আপকরা,-কোরা—আব-খোরা দ্রষ্টব্য।

আপশোস—আফশোস দ্রষ্টব্য।

আপা—গুজব, জনশ্রুতি ; যেমন আপা কথা। আ: ফব্হ শব্দের বহুবচন অফ্.ব্.হ।

আপিং, আপিম—আফিং দ্রষ্টব্য।

আফৎ, আফদ—বিপদ ; তুলনীয় সং আপদ। আ : আফৎ। তু : আ. ঘ. ছুলাল : আফদ তো মরদের হয়।

আফশোস, আপশোষ—আক্ষেপ, মনস্তাপ। ফা : অফ্.সোস। তু : পূ. গীতিকা, ৩ : বেজার মুখে বসিয়ে কেন যে আফশোস। কোলে উঠী আস

আমার দেল কর খোস ॥ পু কীর্তন : মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে আফঘোসে
প্রাণ কাঁচে না ।

আফিং, আফিম, আপিং, আপিম, অহিফেন—এক প্রকার মাদক দ্রব্য ।
আ : ইফ্‌য়ুন । -খোর—আফিং সেবনকারী । তু : বিজয় গুপ্ত : গুনিয়া কোপিল
কাজি চারিদিক চায় । আফিংএর লায়েকে বেটা আকাশের দিকে চায় ॥ পু :
আ. ধ. ছুলাল : যেমন আফিম খাইতে আরম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে মাত্রা অবশ্যই
অধিক হইয়া উঠে । অথবা, রক্তকরবী (রবীন্দ্র) : আফিমখোর পাখি যেমন
ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে । অথবা, তাঁহার বঙ্গবিভাগ : পরবশতার অহিফেনের
মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিও না ।

আফিয়ৎ—খয়রাফিয়ৎ দ্রষ্টব্য ।

আব—জল । ফা : আব্ । -খোরা বা আপখোরা—জলপাত্র ; খোরা
দ্রষ্টব্য । তু : যোগ -কালন্দর : আব, আতখ, খাক, বাদ, এ চারি মোকাম ;
মন দিয়া গুন কহি যার যেই নাম ॥ পু : মারুতির পুঁথি : সোনার আবখোটি
যেন স্নমেরুর চূড়া । তাতে পড়ে গজ কচ্ছপ লড়ে ফিরাঘুরা ।

-জোশ—ঝোল, কাথ ; জোশ দ্রষ্টব্য ॥

-দার—পানীয় জল বা মদ তত্ত্বাবধায়ক ; দার দ্রষ্টব্য । তু : কে. সা. মুন্সী :
কাছেই উত্তম ক্ষিপ্ত হস্ত চার পাঁচ জন আবদার বিখ্যাত লাল শরাব প্রস্তুত করছে ।

-হাওয়া বা আবোহাওয়া—জলবায়ু । ফা : আব্ ও হব্ । তু : মানসী : এই
আবহাওয়ায় আমার কাব্য রচনার একটা নূতন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল ।

-হায়াৎ বা আবে-হায়াৎ—মদ প্রস্তুতকারক বা মত্ত ব্যবসায়ী । -রি,-রী—চারটে
আবকারির ডেপুটি কালেক্টর বরতরফ হবে ।

আবদার—উজ্জল, চকচকে । ফা : আব্দার ।

আবর—পরিচ্ছেদের উপরিভাগ । ফা : অব্‌রহ । তু : গোপীচন্দ্রের
সন্মাস : থাকের খাটি মাটি বাছা থাকের আবর । পবনেতে গুণ টানে নৌকায়
এত জোর ॥

আবর—মেঘ । ফা : অব্‌র্ । তু : হকিকতে সিতারা : সমুদ্রের জল
উঠে বাতাসের জোরে । আবর হইয়া ঘুরে পবনের ভরে ॥

আবলুস—কৃষ্ণবর্ণ কঠিন কাষ্ঠ বিশেষ। আ : আব.নুস্। তু : সুরধনী
কাব্য : আবলুস কাষ্ঠে গঠা জবা মনোহর। হাতীর দাঁতের কাণ্ড তাহার উপর ॥

আবাজ—আওয়াজ দ্রষ্টব্য।

আবাদ—চাষ, চষা (জমি) ; -আন—চাষযোগা ; -আনি—চষা জমি ; আবাদী
-চাষযোগা বা বাসযোগা। নির্মাতা অর্থে আবাদ প্রত্যয়। ফা : আবাদ্, -আন,
-আনী, -দী। তু : রামপ্রসাদ : এমন মানব জমি রইল পতিত ; আবাদ
করলে ফলতো সোনা। পু : চি. প. স, চিত্র : জোত আবাদান করিয়া ভোগ
করহ। তু : নির্মাতা বা স্থাপয়িতা অর্থে আবাদ-প্রত্যয়ের ব্যবহার, যেমন,
শাহজাহানাবাদ (ফা : শাহজাহান + আবাদ), আমেদাবাদ (আ : অহমদ
+ আবাদ)। গোবিন্দদাস, করচা : আশ্চর্য্য আমেদাবাদ জাঁকের সহর। কতই
উদ্যান কত গৃহ মনোহর ॥

আবিজাবি, হাবিজাবি—মিথ্যা, ক্রটিপূর্ণ বা অসম্ভব। আ : ফা : ‘অঈব্
ইয়া জ’লী (মিথ্যা বা প্রতারণাপূর্ণ)। তু : পু. গীতিকা, ৪ : বুড়ি সেই
আমিনার না ভিক্ষা মাগি খায়। হাবিজাবি কথা তারে এছাক বুঝায় ॥

আবু—শিশু, আদরার্থে সম্বোধন। আ : অবু—পিতা। তু : পু. গীতিকা, ২ :
আমি যে করেছি পণ গো মনেতে ভাবিয়া। এই ‘আবু’ রাজারে আমি করবাম বিয়া ॥

আবোয়াব, আব্বাব—গ্রাম্য কর হইতে উপরি ধার্য টাকা। আ : বাব্
(দ্বার, পর্য্য বা কর)-এর বহুবচন অববাব। তু : তারাশঙ্কর, ব্যাভ্রচর্ম : নজর,
সেলামি বা কোন আবোয়াবই হেমাঙ্গবাবু দাবী করেন নাই।

আব্বা—পিতা ; -জান, -পিতা বা প্রাণতুল্য প্রিয় পিতা। আ : আব্বা
(অব্ বা পিতা শব্দের বহুবচন) + ফা : জান—প্রাণ। তু : নজরুল : রেখেছে
আব্বা ইব্রাহিম সে আপনা রুদ্র পণ।

আব্বাব—আবোয়াব দ্রষ্টব্য।

আক্ৰ—মান, আভিজাত্য, লজ্জারক্ষা, পর্দা। ফা : আব্ক্। তু : পু.
গীতিকা, ৩ : ইজ্জত আক্ৰ খাইলা, খাইলা সদাইগরি। ঘরর মাঝে বসি রইলা বউয়ের
আঁচল ধরি ॥ পু : সীতারাম : ব্রাহ্মণ ঠাকুরের আক্ৰ পর্দার উপর ততটা
শ্রদ্ধা হইল না। অথবা, জীবনস্মৃতি : চারিধারেই বড়ো বড়ো ফলের গাছ
ঘন হইয়া দাঁড়াইয়া ছায়ার আড়ালে পুষ্করিণীটির আক্ৰ রচনা করিয়া আছে।

আম—জন সাধারণ। আ : ‘অম্’ ; আওয়াম দ্রষ্টব্য। -মোক্তার বা আমোক্তার—সর্বপ্রকার বৈষয়িক কার্য সম্পাদনের জন্য আইন-অনুসারে নিযুক্ত প্রতিনিধি (Attorney)। আ : ‘অম্’ -মুখ্-তার, বা মুখ্-তারে ‘অম্’ (জনসাধারণ নির্বাচিত) ; মোক্তার দ্রষ্টব্য। আম্মোক্তারনামা—Power of attorney. আম্মোক্তারকে অর্পিত ক্ষমতার নিদর্শন-পত্র। তু : তোহফা : দুইশত অষ্টোত্তর সত্তর বহিল। আলিমে পাইল মর্ম আমে না পাইল ॥ এবে আম-লোক সবে গ্রন্থ বুঝিবার। কহি শুন উপদেশ হৈল যে প্রকার ॥ পু : পঞ্চভূত : সে (ভাষা) দূতমাত্র, হৃদয়ের খাসমহলে তাহার অধিকার নাই, আম-দরবারে আসিয়া সে আপনার বার্তা জানাইয়া যায় মাত্র। অথবা, শ্রীকথামৃত, ২ : তাঁকে আম্মোক্তারি দাও, ভাল লোকের উপর ভার দিলে অমঞ্জল হয় না। আবার, চি, প, স, চিত্র : এক কিতা আম্মোক্তারনামার দ্বারায় উক্ত কণ্টাসের (contents) অন্তর্গত সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করনের ক্ষমতা আমাকে দিয়াছেন।

আম্জাম—অঞ্জাম দ্রষ্টব্য।

আমদ বা আমদানী—যাহা বিদেশ হইতে আসে ; সেইরূপ আমদ-রফ্ৎ বা আমদানি-রফ্-তানি : আমদানি ও রফ্-তানি দ্রষ্টব্য। ফা : আমদ (আমদন বা আসা আসা ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য)।

আম্দা বা আমাদা—যথেষ্ট, উপযুক্ত। ফা : আমাদহ—প্রযত্নশীল বা সুবিচিস্ত (আমাদন্ ক্রিয়া হইতে।)।

আমদানী—বিদেশ হইতে আগত দ্রব্য, আয়, আগমন। -রফ্-তানী—মাল লইয়া আশা ও চালান দেওয়া। ফা : আমদানী ; আমদ দ্রষ্টব্য। -সুমার—মোট আয় ; সুমার দ্রষ্টব্য। তু : অপসরণ : ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম একচেঞ্জের বহু ফিল্ম সোভিয়েট রাশিয়া থেকে আমদানি হয়েছে। পু : ধর্মতত্ত্ব : স্বাধীনতা দেশী কথা নহে বিলাতী আমদানী—লিবার্টি শব্দের অনুবাদ।

আমন, আমান—নিরাপত্তা ; -চয়ন বা আমোন্-চয়ন্—নিরাপত্তা ও শান্তি আ : আমন্ এবং আমন্ ব্ চয়ন্। তু : তোহফা : সাবানের চন্দ্র ভরি মাগিব আমান। ‘বরাতে’ ত দশকর্ম করিব বিধান ॥’

আমল—সময়, কর্ম, শাসন স্থিতিকাল, অধিকার, সীমানা। আঃ ‘অমল—কর্ম, অভ্যাস, অধিকার। তুঃ মৈ. গীতিকা : জলের উপর হইল রণ নিশার আমলে। কোথা রইল দাড়ি মাঝি পইরা মরে জলে ॥ পুঃ অনুদামঙ্গল : কটকে হইল আলিবর্দীর আমল। ভাইপো সৌদজঙ্গে দিলেন দখল ॥ অথবা, প্র. নির্বন্ধ : গান না শিখলে তো আর তোমার সন্ন্যাসী দলে আমল পাওয়া যাবে না। আবার, গোর্খবিজয় : পবন আমলে কর তারে রাখ বাকি। পুঃ প্রা. ক. গান, কানাই : দেহ রাজ্যে তোমার প্রজা ছয় জনা এখানে। তারা প্রজা হয়ে রাজার হুকুম আমলে না গানে ॥ বা, তোহকা : পড়িলে নাহিক ফল নেক-আমল বিহু। আমল বিহনে পাঠ গুণহীন ধনু ॥

আমলা—বেতনভোগী কর্মচারী, বা রাজকর্মচারী, কেরানী। -হা—কেরানী বৃন্দ। আমলা-ফয়লা—কোন সংস্থার অন্তর্ভুক্ত কর্মচারী। আঃ ‘আমিল—কর্মচারী বা রাজস্ব আদায়কারী। -হা—ফারসী বহুবচনের চিহ্ন ; ফয়লা—আঃ ফুলান-কোন অনির্দিষ্ট ব্যক্তি, বা ফিলন্ (কর্মরত) -শব্দের সহিত সংস্পৃষ্ট। তুঃ আমলাতন্ত্র—আমলা বা রাজকর্মচারী পরিচালিত শাসন (Bureaucracy)। পুঃ মৈ. গীতিকা : দরবারে বসিল রাজা সহিত আমলা। অথবা, আ. ঘ. তুলাল দুই একজন আমলাফয়লা ঠারে ঠারে চুক্তির কথা কহিতেছে।

আমাদা—আমদা দ্রষ্টব্য।

আমান—আমন দ্রষ্টব্য।

আমানত, আনামত—জমা, গচ্ছিত ধন। আঃ ইমানত—নিরাপত্তা, বিশ্বাস। তুঃ বা. প্রবাদ : থানের মাল থানে, তারে আমানত মানে।

আমামা—মুসলমান আমলের এক প্রকার পাগড়ী ; tiara. আ : ‘ইমামহ। তুঃ রা. না. বহু, আশ্চরিত : তিনি মস্ত এক আমামা পাগড়ী মাথায় দিয়া আসিতেন। পুঃ আনন্দমঠ : সহসা ভবানন্দের রূপান্তর হইল, গেরুয়া বসনের পরিবর্তে চুড়িদার পায়জামা, মেরজাই, কাবা, মাথায় আমামা এবং পায়ে নাগরা শোভিত হইল।

আমারী—হাওদা। আঃ ‘ইমারী। তুঃ ভারতচন্দ্র : হাতীর আমারী ঘরে বসিয়া আমীর। আপন লঙ্কর লয়ে হইল বাহির ॥

আমাল—কার্যসমূহ। আ: অ'মাল, 'অমল শব্দের বহুবচন; আমল দ্রষ্টব্য।
তুঃ গোপীচন্দ্রের সন্ধ্যাস : কারু কেহ কেয়ামতে না হবে গম্‌খার। রহিবে
আমাল নিজ কাছে আপনার ॥

আমিন—স্বস্তিবচন, তথাস্তু, amen. আঃ আমীন্। তুঃ আশরফ
আলি : মা বাপ ওস্তাদ পীর সবাকে ছালাম। আমিন আমিন হইল কেতাব তমাম ॥
পুঃ নজরুল-গীতিকা : প্রার্থনা তার জানায় হাফিজ—শুন'নেওয়ালা কও,
'আমীন্'। প্রিয়া আনায় মো'-মিঠে তার চুণীর ঠোঁটের চুম বিলায় ॥

আমিন, আমীন—বিশ্বস্ত, সত্যবাদী, জমিজরিপ কাজে নিযুক্ত কর্মচারী,
সালিসী বিচারক। আ : আমীন—নিরাপদ, বিশ্বাসী। -নী—আমিনের কার্য,
বিশ্বাসী। তু : রবীন্দ্র, সাহিত্য : জ্ঞান নামক আমিন সর্বত্রই সেই বাঁটোয়ারা
কার্য আরম্ভ করিয়াছে। পু : অন্নদামঙ্গল : আমীন রাঢ়ীয় দ্বিজ নীলকণ্ঠ রায়।
তুই পুত্র তাহার তাহার তুল্য কায় ॥ অথবা, ধর্মমঙ্গল : বারজন ভক্ত মইল
দ্বাদশ আমিনি। এই সত্য ধর্মকথা এই আমি জানি ॥

আমির, আমীর—ধনী বা মাগু ব্যক্তি, রাজপুত্র। আঃ অমীর। -রী,
-আনা—ভদ্র ব্যবহার বা রাজোচিত স্বভাব। তুঃ নজরুল, বুলবুল : আমির
ফকিরে ভেদ নাই, সবে ভাই সব এক সাথী, আমরা সেই জাতি। পুঃ রবীন্দ্র,
কাহিনী ; মেয়েরা এখনো শেখেনি আমিরি দস্তুর।

-উমরা, বা আমির ওমরাহ—মাগু ব্যক্তিসকল, সভাসদ। আঃ অমীর ও
ইহার বহুবচন উম্‌রা। তুঃ ভারতচন্দ্র : মারা গেল কত শত আমির উমরা।
পুঃ শেষ প্রশ্ন : আমীর ওমরাহগণের ছোট, বড়, মাঝারি, ভাঙ্গা ও আভাঙ্গা যেখানে
যত কবর আছে তাহার নিখুঁত তালিকা কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে। অথবা, রবীন্দ্র,
প্রসঙ্গ কথা : অবশ্য বাঙ্গালি কমিশনারগণ দেশের আমির-ওমরাও দলের না
হইতে পারেন।

আমেজ—সামান্য প্রকাশ, রেশ, আবেশ, আভাস, অনুভব। ফাঃ আমীজ্.
—মিশ্রণ; আমীখ্‌তন ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য। তুঃ ঘরে-বাইরে : এখনকার মত
রসের পেয়ালার এই উপরকার আমেজ পর্যন্তই থাক, তলানি পর্যন্ত গেলে গোলমাল
বাধবে। পুঃ চি. র. দেব : তাই খুশীর আমেজে তাকে গাইতে শোনা যায়—।

আমোয়াল—আহমাল দ্রষ্টব্য।

আম্বিয়া—মুসলিম ধর্ম-প্রচারক। আঃ নবী (অবতার বা পয়গম্বর) শব্দের বহুবচন আম্বিয়া। তুঃ ফৈজুল্লা, স. পী. পুস্তকঃ আম্বিয়ার হাসিল বন্দো পালআন দুই জনে। এসমাইল গাজি বন্দো গড়-মন্দারনে ॥

আম্বুরি—অম্বুরি দ্রষ্টব্য।

আম্মা—মা। আঃ উম্ম্। (সং মাতা বা বাং মা-র প্রভাবযুক্ত)। তুঃ নজরুলঃ আম্মা লাল তৈরি খুন কিয়া খুনিয়া।

আয়না—আইনা দ্রষ্টব্য।

আয়মা—আএমা দ্রষ্টব্য।

আয়মাল—গ্রাম ও পরগণা। আঃ অ'মাল; আমাল দ্রষ্টব্য।

আয়াম—আইআম দ্রষ্টব্য।

আয়ালৎ, আওলাৎ—অন্তর্ভুক্ত, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। আঃ ইয়ালৎ। তুঃ হু. প্যা. নকশাঃ সুবর্ণরেখা নদীর ধারে পাঁচ বিঘা আওলাৎ ঘেরা ভদ্রাসন বাড়ি, সকল ঘরগুলি পাকা।

আয়েন্দা—আইন্দা দ্রষ্টব্য।

আয়েব—আএব দ্রষ্টব্য।

আয়েমা—আএমা দ্রষ্টব্য।

আর্জ, উর্জ—কামনা, ইচ্ছা। আঃ 'উর্জ্জ। তুঃ পূ. গীতিকা, ২ঃ মনে মনে আশা করি আসকদার তুঘিব। মরা মানুষ লইয়া মোরা আর্জ মিটাইব ॥

আজু—আরজ দ্রষ্টব্য।

আর্দাশ, -স, আদাজ, আদাশ—প্রার্থনা, নালিশ, প্রচেষ্টা। আঃ 'অর্জ্জ-প্রার্থনা + ফাঃ দাস্ত্ (দাস্তন্ ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য) : আরজ্জদস্ত দ্রষ্টব্য। তুঃ ঈশ্বর গুপ্তঃ তাদের আর্দাশ নাহি শুনিলেন কাণে। পুঃ কবিকঙ্কণ-চণ্ডীঃ আর্দাস করয়ে আসি চমরীর ঘটা। দেখহ পশুর রাজা সবার লেজ কাটা ॥ পুঃ ক.ক. চণ্ডীঃ রাখ মোর আর্দাস, রাখ মোর আদাস। বৎসরেক থাক প্রভু না ছাড়হ বাস ॥ আবার, মাধবাচার্যঃ না লাগিল আদাশ, হরি মনে মনে হাস, গোপীকা চলিল নিজ বাসে। ক.কা.দপ্তরঃ কাহারো আদাশ, তোমার কাণে অবিরত খোসামদের গন্ধ তৈল ঢালিব—বাড়ীর প্রাচীরটি যেন দিতে পারি। অথবা, ক.ক.চণ্ডীঃ

পিঠে চূণ মাখি হাটুআ চলিল আদাঁসে। ভাই বন্ধু পসরা তুলি গেল বাসে ॥
বা ধর্মমঙ্গল (মা. গা) : অনেক আদাজ করে না পারি উঠিতে।

আফাঁত—স্বর্গীয় আনন্দানুভূতি। আঃ ঈর্কাৎ। তুঃ নজরুল : সেই মুকুলেরা এম মহফিলে, বসাও ফুলের হাট ; এই বাঙলায় তোমরা আনিও মুক্তির আফাঁৎ।

আর্শ. আর্শান—অর্শা দ্রষ্টব্য।

আর্স—আরশ দ্রষ্টব্য।

আর্স—সময়, কাল। আঃ ‘অস্’হ। তুঃ রামাই পণ্ডিত : পুখরি কাঁদাএ লইব ভূমখানি। আর্স হইলে জেন ছিচএ দিব পানি ॥

আরক, আরোক—নির্ঘাস, তরল সার, ঘর্ম। আঃ ‘অরক্’। তুঃ নীলদর্পণ : তোমাকে যে আরোক দিয়াছি উহা খাওয়াইলে অবশ্যই নির্ব্যাধি হইবে। পুঃ রবীন্দ্র, চতুরঙ্গ : একদিন শচীশ কল্লনার খোলা ভাঁটিতে পূর্ব ও পশ্চিমের, অতীত ও বর্তমানের সমস্ত দর্শন ও বিজ্ঞান, রস ও তত্ত্ব একত্র চোলাইয়া একটা অপূর্ব আরক বানাইতেছিল।

আরজ, আজু—ইচ্ছা ; -মন্দ—ইচ্ছুক ; আরজমন্দী—ইচ্ছা, অভিপ্রায়। ফাঃ আর্জু, -মন্দ—ন্দী। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ : একলা ঘরে আছে কৈত্যা জানে রে দুঃমন। আর্জু পুরাইতে আইলো পশুর মতন ॥

আরজ—প্রার্থনা। আঃ ‘অজ্’। -বেগ, -গি—যে বিচারকের সম্মুখ প্রার্থনাপত্র দাখিল করে, পেশকার। তুর্কী : বেগ—প্রভু। -দস্ত—প্রার্থনাপত্র বা নালিশ ; আর্দাশ দ্রষ্টব্য। -জী, বা আর্জি—প্রার্থনাপত্র। আঃ ‘অর্জী’। আরজ-নামা—প্রার্থনাপত্র বা দলিলপত্র ; নামা দ্রষ্টব্য। তুঃ ভারতচন্দ্র : ভাল হেতু করেছিনু হুজুরে আরজ। বা, জিজ্ঞাসে আরজবেগী কহ আরে চোর। কি নাম কাহার বেটা বাড়ী কোথা তোর ॥ পুঃ পূ. গীতিকা, ৩ : সেই দেশে বিচার করে বুড়া মুনাপ কাজি। ফজরে ফকির তানে দিল এক আরজি ॥

আরফ, আরিফ—জ্ঞানী। -ইন্—বহুবচন। আঃ ‘আরিফ, -ঈন। তুঃ বাউল গান, লালন : নবী আলি এই দুজনে, কলমাদাতা দল আরফিনে, বে-কালমায় সে অচিন জনে—পীরের পীর হয় জান না।

আরবেলা—আলবলা দ্রষ্টব্য ।

আরশ, আরস, আস—সিংহাসন । আঃ ‘অর্শ্’ । তুঃ অগ্নিবীণা : ভুলোক, ছালোক, গোলক ভেদিয়া, খোদার আসন আরশ ছেদিয়া । পুঃ পূ. গীতিকা, ২ : যদি সে মহম্মদ নবি না হইত সিজদা । না হইত আসকোর্স’ —এ তিন ভুবন ॥ অথবা, হা. তা. কেছা : এতিম এছির যদি কান্দে সে কাতরে । আল্লার আরস কাঁপে সে ছুঃখ পরে ॥

আরাম—বিশ্রাম, প্রশান্তি, আনন্দ । ফাঃ আরাম্ । তুঃ আ. ঘ. তুলাল : দিবসে পরিশ্রম করিলে নিদ্রাটি আরামে হয় ।

আরিন্দা—পত্রবাহক, খাজনাবাহক । ফাঃ আরন্দ—বহনকারী । তুঃ চৈ. চরিতামৃত, আত্ম : গোপাল চক্রবর্তী নাম একজন । মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ ॥

আল—নির্দেশবাচক একটি আরবী-উপসর্গ । আ. অল্ । যেমন. অল্-কোরান । তুঃ সিরাজদ্দৌলা : আল কোরানের দোহাই ।

আলখল্লা, -খাল্লা, -খিল্লা—পা পর্যন্ত ঝুলান ঢিলে জামাবিশেষ । ফা. অল-খালিক্ । তুঃ অপসরণ : গায়ে গেরুয়া আলখল্লা ।

আলবত, -বাত, -বত্তা—অবশ্যই, নিশ্চিত । আ. অল্‌বত্তহ । তুঃ আ. ঘ. তুলাল : আলবৎ শিকার জলদি এ হবে । পুঃ চাচা কাহিনী : আলবাৎ হয়েছে । খুলে বলুন ।

আলবলা, -বেলা, -বোলা, বা আরবেলা—ফরসী লুক্কা । তুঃ আ. ঘ. তুলাল : লুক্কা বরদার আলবলা আনিয়া দিল । পুঃ ষষ্ঠিবর : চৌদ্দশত দরবেশ চলে আরবেলা হাতে । ভাঙ্গ লাড়ু খায় পাটের থুপি মাথে ॥

আলম, আলম্ব, আলাম—পতাকা । অ. ‘অলম্ বা ইহার বহুবচন অ’লাম্ । তুঃ শূণ্যপুরাণ : চারি ছয়ারে আলম পুতিয়া ছয়ারি ছয়ারি আগে । বা, ধবল আলম্ব উড়ে ধর্ম্মের ছয়ারে । পুঃ গো. চাঁ, সন্ন্যাস (অ. সু মহম্মদ) : চারিদিকে চারি সারি কদলী পুতিল । আলম গাড়িল তথা অপূর্ব শোভিল ॥

আলম—পৃথিবী। আঃ ‘আলম্। -গীর—পৃথিবী -অধিকারী বা সম্রাট। -পনা—পৃথিবীর আশ্রয়দাতা বা সম্রাট। আলমিন—উভয় পৃথিবী। ফাঃ গীর্—ধারণকারী সূচক প্রত্যয়; ফাঃ পনাহ—আশ্রয়। -ইন—আরবী দ্বিবিচনের চিহ্ন। তুঃ অল্লদামঙ্গল : উজির কহিছে আলম্পনা সেলামত। আমি বুঝি সেই বামনের কেলামত ॥ পুঃ বাউল গান, লালন : এলাহি আলমিন আল্লা, বাদশা আলম্পনা তুমি—তাইতো তোমায় ডাকি আমি।

আলয়কা—আলেক দ্রষ্টব্য।

আলয়কুম—আলেকুম দ্রষ্টব্য।

আলল—নোংরা, দোষ। আ. ‘অলল্, ‘ইল্লৎ শব্দের বহুবচন। তুঃ হা. তা. কেচ্ছা : আল্লার আলল পরে যে করে আছান। হেথা সেথা তার আল্লার ফরমান ॥

আল্‌হম্‌তুলিল্লা—অল ও হম্‌দ দ্রষ্টব্য।

আলা—প্রধান, যেমন সদর-আলা; সদর দ্রষ্টব্য; আলাজি-ব্রতচারীর প্রধান কর্মকর্তা। আঃ ‘আলা—উচ্চতা, প্রাধান্য, বা অ’লা—উচ্চতর, উচ্চতম। তুঃ আলাদিন বা আলাউদ্দিন—ব্যক্তিবিশেষ; আঃ ‘আলা-অল-দীন্ (উচ্চারণ অলাউদ্-দীন্)—ধর্মশ্রেষ্ঠ। পুঃ শেষ প্রশ্ন : বুদ্ধ সদর-আলা রাত্রির অজুহাতে বিদায় লইলেন। অথবা, বিশ্ববিদ্যালয় (রবীন্দ্র) : কেননা আলাদিনের প্রদীপ পাইয়াছি বলিয়া আমি উল্লাস করিতেছি না।

আলাৎ—যজ্ঞাদি। আঃ আলাৎ, আলৎ শব্দের বহুবচন। তুঃ পু. গীতিকা, ৩ : সাথে সাথে লইল তারা দড়ি আর কাঁছি। ভালা ভালা আলাৎ লইল মোটা মোটা বাছি ॥

আলাদা, আলাহিদা—পৃথক। আঃ ‘অলয়হঃদহ। তুঃ অপসরণ : অন্তর বলে কি আলাদা কেউ আছে। পুঃ নীলদর্পণ : দেওয়ানজি ভায়া না শুনে, ওঁদের পূজা আলাহিদা হয়েছে কিনা।

আলাদিন, আলাউদ্দিন—আলা দ্রষ্টব্য।

আলাম—আলম দ্রষ্টব্য।

আলাম, আল্লাম,—ভগবান, সর্বজ্ঞ। আঃ ‘অল্লাম্। তুঃ মৈ. গীতিকা : আসমান জমিনে বন্দিলাম চান্দে আর সুরুজ ॥ আলাম কালাম বন্দুম কিতাব আর কোরান।

আলামত—ব্যবহার। আঃ ‘আলামৎ লক্ষণ, চিহ্ন। তুঃ তোহফা : এবি
শুন কদরের নিশি আলামত। মহাবৃষ্টি অন্ধকার হৈব জগৎ ॥ পুঃ পৃ. গীতিকা,
৩ : বুঝিবে মুকুথ হাতীর একি আলামত। টান না মারি কেন হায়রে ঠেলে অবিরত ॥

আলাহিদা আলাদা দ্রষ্টব্য।

আলি—প্রধান, মহৎ। আঃ ‘আলী। -আন, বা আলিয়ান—মহৎ ব্যক্তি-
গণ। আঃ ‘আলীয়ান্। -জা; ফাঃ জাহ—গৌরব। -সান্—অতি বৃহৎ
বা মহৎ ব্যক্তি; আঃ শান্। তুঃ ঘনরামঃ এত আলী ছকুম উচিত আজি
নয়। বা, রাজষিঃ মোগল সৈন্যেরা বাহা চায় তিনি তাহাই তাহাদিগকে
দিতে আলি ছকুম দিয়া দিলেন। পুঃ পৃ. গীতিকা, ২ : ধার্মিক সূজন আলাল
গুণে আলিসান। পরজাগণে পালন করে রুস্তম সমান ॥ অথবা, চন্দ্রশেখরঃ
নবাব আলিজা মীরকাসেম খাঁ মুজেরের দুর্গে বসতি করেন।

আলিম—আলেম দ্রষ্টব্য।

আলিয়ান, আলিসান—আলি দ্রষ্টব্য।

আলুতা, আলুদা—নোংরা, অপরিষ্কার। ফাঃ আলুদহ। তুঃ চি. প.
স. চিত্র : দক্খন দুআর ঘরে আলুতা চারটি খাল আছিল।

আলুফা—অনায়াসে লব্ধ, উপরি-পাওয়া। আঃ ‘উলুফহ—নির্দিষ্ট বেতন
বা শ্রায্য খোরাক। তুঃ মৈ. গীতিকা : আলুফা জিনিষ যত কেউ না খাইয়া।
ছোট বইনের লাইগ্যা রাখছে ছিকায় তুলিয়া ॥

আলুবখরা বা -বোখারা—এক প্রকার অল্প ফল। ফাঃ আলু-বুখার—
পারস্ত দেশের বোখারায় উৎপন্ন এক প্রকার ফল।

আলেক, আলয়কা—তোমার উপর, যেমন আলেক রব্বানী—তোমার উপর
দেবত্ব বা খোদার আর্শীবাদ। তুঃ জালালউদ্দিন : (‘বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন
মুসলমান কবি গ্রন্থ’ হইতে) : ঠুংরী ধামালে সামালে সামালে তিন তারে মিশিয়া বলে
আলেক রব্বানী। আলেকুম দ্রষ্টব্য।

আলেকুম, আলয়কুম—মুসলমানদের অভিবাদনসূচক বাক্য; আলেক দ্রষ্টব্য।
আঃ ‘অলয়ক বা ‘অলয়কুম (তোমার বা আপনার উপর); ইহা ‘অলয়কুম
অস্-সলাম (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক) বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ।

আলেম, আলিম—পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তি। আঃ ‘আলিম্। তুঃ আলাউল, স. মু. ব. জামাল : বহুল দানিশমন্দ খলিফা ওলামা। আলিম জনের কথা দিতে নাহি সীমা ॥ পুঃ পাঁড়ুয়ার কেছা : বহুতর আলেমের নিকটে যাইয়া। পুছিনু খবর খুব আজিজি করিয়া ॥

আল্লা—ভগবান, একক মহান পূজ্য জন। আঃ আল্লাহ, অল্-ইলহা শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। -হো আকবর—সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান; আঃ আল্লাহ হুঅ অকবর। আল্লা তাল্লা—তালা দ্রষ্টব্য। তুঃ পৃ. গীতিকা, ৩ঃ প্রথমে আল্লার নাম মনে করি সার। মুস্কিলে পড়িলে আল্লা করিবে উদ্ধার ॥ বা, নতুন বউ কান্দে মুখে আল্লা তাল্লা বুলি। টান মেরে নিল্ ডাকাত গলার হাঁসুলি ॥ পুঃ রাজসিংহ : এদিকে মবারকের আজ্ঞা পাইয়া মোগলেরা আল্লাহো আকবর শব্দ করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিতে উত্তত হইল।

আল্লাম—আলাম দ্রষ্টব্য।

আশক, আসক—প্রেমিক বা প্রেম। আঃ ‘আশিক্ বা ‘ইশক্ ; আশেক দ্রষ্টব্য। তুঃ চণ্ডীদাস : পিরীতি আসকে সদাই থাকিব, পিরীতে গোড়াইব কাল।

আশকারা, আষ্কারা—প্রকাশ বা গুপ্ত বিষয়ের প্রকাশ, প্রশ্রয়, আবদার। ফাঃ আশ্কার্ বা আশ্কারা—প্রকাশ (তুলনীয় সং আবিষ্কার)। তুঃ আ. ঘ. ছুলাল : বালকটি পিতামাতার নিকট আষ্কারা পাইয়া পাঠশালায় যাইবার নামও করিত না। পুঃ ঘরে-বাইরে : সেই চুরির কোনো আশকারা হল না কি ?

আশখাস, আসখাস, আসকাস—পুলিস বিভাগ সম্বন্ধীয়, যেমন আসখাস তলব ; তলব দ্রষ্টব্য। আঃ অশ্খাস্, শখ্শ্ (ব্যক্তি) শব্দের বহুবচন।

আশনা, আশ্না—বন্ধু, প্রেমিক। আঃ আশ্না। -ই—বন্ধুত্ব, পরিচয়। আঃ -ঈ। তুঃ মো. ইউনুছ : আবছল আলী যেই স্থানে, নজর করে নিবারণে, ছইজনের দৃষ্টির প্রেম চক্ষের আসনাই। পুঃ ভারতচন্দ্র, বাসনা বর্ণনা : আশনাই আরো চাই, ইন্দের ঐশ্বর্য পাই।

আশরফি, আসরফি—স্বর্ণমুদ্রা। ফা. অশ্‌রফী। তুঃ ভারতচন্দ্র : আসরফী বস্ত্র অলঙ্কার যত। দিলেন গোবিন্দ দেবে কব তার কত ॥

আশরাফ, আসরাফ—সম্ভ্রান্ত। আঃ আশ্‌রফ্। তুঃ রক্তের বেদন : যার

চালচলন শরিফের মত সেই ত আশরফ।

আশান—আসান দ্রষ্টব্য।

আশেক, আসেক—প্রেমিক, যিনি ভালবাসেন। আ. ‘আশিক্’; আসক দ্রষ্টব্য। তুঃ রিক্তের বেদনঃ এই আশেকের ভাতে মাশুকের মরণ বড় বাঞ্ছনীয় আর মধুর, নয় হাসিন ?

আসওয়ার অসবারা দ্রষ্টব্য।

আসক—আশক দ্রষ্টব্য।

আসকাস, আসখাস—আশখাস দ্রষ্টব্য।

আসবাব—দ্রবাসামগ্রী, গৃহসজ্জা। আ. অস্বাব্। তুঃ আ. ঘ. ছুলাল : নানা প্রকার আসবাব ও তদবির খরিদ করিয়া বাটি সাজাইলেন।

আসমান, আছমান, আচমান—আকাশ, স্বর্গ। -নি—স্বর্গীয়, আকাশ সদৃশ, অপাকৃত, অহেতুক। কাঃ আস্মান্, -নী। তুঃ বা. প্রবাদ : আসমান-জমীন তফাৎ। পুঃ পু. গীতিকা, ৩ : আমার স্বামী যেমন আসমানের চাঁদ। না হয় ছুযমন কাজী নউখের সমান ॥ অথবা, চাচা কাহিনী : চোখ ছুটি আমাদেরি শরতের আকাশের মত গভীর আসমানি। অপ্রাকৃত অর্থে—আসমানি পোলাও পাক করা।

আসর—সভা, মজলিস। আঃ অহরু; আহর দ্রষ্টব্য। তুঃ ঘনরাম : আসরে সজ্জন সভা, আমি অন্ধ গাব কিবা।

আসর, আছর—সন্ধ্যা বা সন্ধ্যার নমাজ। আ. ‘অসব্’—সময়, সন্ধ্যা। তুঃ লোক-মান আলী : ফজরে আদম হএ ইব্রাহিম জোহর। আছর ইউনুস ইছা মগরিব খর ॥

আসল—প্রকৃত, মূল, অকৃত্রিম। -এ—প্রকৃতপক্ষে, মূলগত। আ. অস্বল্, -ঈ। -তান, বা আসলতান—বিষয়ক, স্বয়ং। আঃ অস্বলতান্—প্রকৃতপক্ষে, খাঁটি। তুঃ আ. ঘ. ছুলাল : তাঁর প্রতি মন থাকাই আসল কর্ম। পুঃ পু. গীতিকা, ৩ : নিতাই চান্দে কয়, পিরীতি আসল যদি হয়। হউক না ডোমের নারী তাতে কিবা ভয় ॥ অপসরণ : বাওয়ার্স কোন্টার নকল, কোন্টার আসল নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। বা, বলত, লোকসান হলে টাকার আসলটা পাবে। বা, আসলে বাদল পরের বাড়ি গুতে প্রস্তুত নয়। অথবা, জ্ঞা. মো. ঘোষ : বাদীকে আসলতান জবাব দিতে হইবে, উকিলের মারফত জবাব দিলে চলিবে না।

আসহাব—(হজরৎ মহম্মদের) সঙ্গী। অ. অস্-হাব্ (স্বাহিঃব্ শব্দের বহুবচন); সাহেব দ্রষ্টব্য। তুঃ তোহফা : আসহাব সকলেরে হেন কর জ্ঞান। পুণা দর্শাইতে সব নৈক্ষত্র সমান ॥

আসা—লাঠি, দণ্ড বা রাজদণ্ড। আ : 'অস্বা। -বরদার—দণ্ডবাহক, চোবদার; বরদার দ্রষ্টব্য। দ্বিজ বংশীবদন : আসার বাড়ি দিয়া সকল দট ভাঙ্গিয়া, মোল্লাগিরি করিল জাহির।

আসাওল—ভূতা, বাহক। ফাঃ যসাব্‌ল্। তুঃ ভারতচন্দ্র : উজবক কজলবাস হাবসী জল্লাদ। আশাওল মল্ল ঢালী খোজা খানেজাদ ॥

আসান, আশান, আছান—নিষ্কৃতি, বিরাম, বিশ্রাম, স্বেযোগ। ফাঃ আসান—সহজ; বা আঃ ইহঃসান্—সততা। তুঃ মৈ. গীতিকা : লাঠি মারিয়া বিনোদের আছান করিল। মনুয়া বইনের কাছে পাচুরি চলিল ॥ পুঃ পৃ. গীতিকা, ২ : ছুংখের দরদী নাই আসান আসান। অথবা, শরৎ, চিঠিপত্র : সে হইলে অনেক আসান, না হইলে হয়ত তোমাকেই কষ্ট পাইতে হইবে। আবার, ঘনরাম : আসান করিয়া যত ভুলায় প্রজায়।

আসামী—অভিযুক্ত ব্যক্তি, বিবাদী; প্রজা, চাষী, অধমর্গ। আঃ ইস্ম্। (নাম) শব্দের বহুবচন আস্মা; বা আঃ ইস্ম্ (পাপ) শব্দের বহুবচন অস্বাম্। তুঃ আ. ঘ. ছল্লাল : ফৈরাদিরা এজেহার করিল যে আসামীরা কুস্থানে যাইয়া জুয়া খেলিত। নাম বা বিষয় অর্থে, চি, পি, স, চিত্র : পৃ ১৩ দ্রষ্টব্য।

আসেক—আশেক দ্রষ্টব্য।

আস্কারা—আশকারা দ্রষ্টব্য।

আস্তর—অস্তর দ্রষ্টব্য।

আস্তান, -না—স্থান, আড্ডা, মুসলমান সাধুদের আশ্রম। ফা. আস্তান্। তুঃ আ. ঘ. ছল্লাল : সম্মুখে একটি পিরের আস্তানা। পুঃ অপসরণ : তারাপদর আস্তানার ভাঙ্গন ধরল।

আস্তাবল, আস্তাবিলা—অশ্বশালা। অ. অস্-তবল্। তুঃ সধবার একাদশী : অটল আমার আস্তাবলের বাঁদর। পুঃ ময়নামতীর গান : চারি লাতি মাইল মোরে কাকাইল উপরে। গারিতে আনিছে এবে আস্তাবিলা ঘরে ॥

আস্তিন—জামার হাতা। ফা. আস্তীন। তুঃ চাচা কাহিনী : আমার কোটের আস্তিনে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন।

আস্তে, -আস্তে—ধীরে, বা ধীরে ধীরে। আস্তে ব্যাস্তে—ক্রমে ক্রমে, তাড়াতাড়ি। ফা. আহিস্ত—ধীরে; আহিস্ত ব-আহিস্ত—ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে। তুঃ আ. ঘ. দুলাল : ভূমিতে আস্তে আস্তে শয়ন করিলেন। পুঃ মৈ. গীতিকা : আস্তে ব্যাস্তে উঠি কণ্যা চলে মুনির সাথে। নদীর কিনারে কণ্যা গেল গহীন পথে ॥ অথবা, চৈ. চরিতামৃত : আস্তে ব্যাস্তে পিতা মাতা মুখে দিল পানি। স্তম্ভ হইয়া কহে অপূর্ব কাহিনী ॥

আশ্না—আশনা দ্রষ্টব্য।

আহদ, আহাদ—একক; -ঈ—আকবর রাজত্বের অবসরপ্রাপ্ত বেতনভোগী এক প্রকার সৈন্যদল। আ. অহঃদ, অহঃদৌ। তুঃ হারামণি, লালন : আকার কি নিরাকার সেই রকবানা। আহমদ আহাদ বিচার হলে যায় জানা ॥ পুঃ রাজসিংহ : আহদীরা মানিকলালকে না পাইয়া তাঁহার শিবিরে যাহাকে পাইল তাহাকে ধরিয়া কোর্টালের নিকট লইয়া গেল।

আহমাল, আহেমাল, আমোয়াল—নানা প্রকার দ্রব্য, বাণিজ্য সম্ভার : অম্বাল, মাল শব্দের বহুবচন; মাল দ্রষ্টব্য।

আহাল, আহোবালা, আহোয়াল. আওহাল—অবস্থা। আ অহঃবাল, হাল শব্দের বহুবচন; হিহাল দ্রষ্টব্য। তুঃ কাছাছোল আশিয়া : আহোয়াল যত করিতে জাহির—নারিনু এখানে হুঁ এবে হয় বড়দের। পুঃ প্রফুল্ল : আমি সকলকে ডেকে বলি যে আমার এই আওহাল, তোমরা সবে আপনারা রয়ে বসে বেচে কিনে নাও।

আহেমাল—আহমাল দ্রষ্টব্য।

আহেল, আহেলা, আহেলি—খাঁটি, আসল, নূতন; নিবাসী। আঃ, অহঃল্—গুণী, উপযুক্ত ব্যক্তি; "বাসিন্দা। -বিলাত--বিদেশ হইতে আগত ব্যক্তি; বিলাত দ্রষ্টব্য। ফাঃ অহঃলি-বিলায়েত (নিজদেশের বাসিন্দা)। আহেলকার—প্রধান ব্যক্তি; অক্ষরাভিজ্ঞ, কেরানী। ফাঃ অহঃলি-কার—কর্মক্ষম ব্যক্তি। তুঃ কৃষ্ণকান্তের উইল : ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আহেলা বিলাতি।

আহোবালা, আহোয়াল—আহাল দ্রষ্টব্য।

॥ গ্রন্থপঞ্জিনির্দেশ ॥

অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত, ছোট গল্প
 অম্বরূপা দেবী, মহানিশা
 অনন্যদাশঙ্কর রায়, অপসরণ
 অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পল্লব-বিপক্ষে, মাকতির পুঁথি
 অমিয়ভূষণ মজুমদার, গড়-শ্রীধর
 আজহারুদ্দিন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল
 আবদুল মজিদ খান, আসিক নামা, রং বাহার
 আরকুমুদা, হকিকতে সিতারা
 আলাউল, জোহফা, সরফুল মুন্স্ক বদিউজ্জামাল
 আশরফ আলি, কেছাছুল আশিয়া
 আশাপূর্ণা দেবী, শোনো শোনো গল্প শোনো
 ঈশ্বর গুপ্ত, গ্রন্থাবলী
 কালীপ্রসন্ন সিংহ, হতোম প্যাঁচার নকশা
 কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্য চরিতামৃত, আশু মধ্য ও অন্ত্যলীলা
 কৃষ্ণরাম দাস, রায়মদল
 গিরিশচন্দ্র ঘোষ, প্রফুল্ল, গিরাজদৌলা
 গোপীচন্দ্রের গান (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
 ঘনরাম চক্রবর্তী, ধর্মমদল কাব্য
 চিত্তরঞ্জন দেব, পরীক্ষীতি ও পূর্ববঙ্গ
 ছৈয়দ আলি, রাগ মারিফৎ
 জনাব আলি, জিয়াবতে কবর
 জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষ, বাঙলা অভিধান
 তারানন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, ছোটগল্প
 দামোদর মুখোপাধ্যায়, বিমলা
 দীনবন্ধু মিত্র, জাহাঙ্গীর-বাহাদুর, মীলদর্পণ, লীলাবতী, সমবার একাদশী, সুরধুনী কাব্য
 নজরুল ইসলাম, অগ্নিবীণা, রিজের বেদন
 নাসের আলি, আলেক লায়লা
 পঞ্চানন মণ্ডল, গোষ্ঠ-বিজয়, চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র, পুঁথি পরিচয় ২য় খণ্ড

পরশুরাম, কৃষ্ণমঙ্গল

পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ১ম-৪র্থ খণ্ড (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

প্যারিচাঁদ মিত্র, আলালের ঘরের দুলাল

প্রফুল্লচন্দ্র পাল, প্রাচীন কবিওয়ালার গান

প্রমথনাথ বিশী, কেয়ী সাহেবের মুন্সী

ফৈজুল্লা, সত্যপীরের পুস্তক

বংশীবদন, বিজ, মনসামঙ্গল

বক্সিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমঠ, কমলাকান্তের দপ্তর, কৃষ্ণকান্তের উইল, চক্রশেখর,
ধর্মপুত্র, বাহুসিংহ, গীতারাম

বিজয় গুপ্ত, মনসামঙ্গল

বিপ্রদাস পিপলাই, মনসামঙ্গল

বিস্মল মিত্র, সাহেব-বিবি-গোলাম

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাব-মন্দির

ভবানীদাস, মরনামতীর গান

ভানুচন্দ্র, প্রহাবলী, অন্নদামঙ্গল

মতিলাল রায়, কামল-গীতিকা

মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বাসবদত্তা

মহম্মদ ওস্তাগার, পঁড়ুয়ার কেচ্ছা

মহম্মদ খাতের, জুজরানামা, জায়লা মজলু

মহম্মদ মনসুরুদ্দিন, হারামণি

মাধবাচার্য, ভাগবৎ, চণ্ডীকাব্য

মানিক গাঙ্গুলি, ধর্মমঙ্গল

মুকুন্দরান চক্রবর্তী, কবিরঞ্জন, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য (কবিরঞ্জন চণ্ডী)

মুজতবা আলি, চাচা-কাহিনী, ধূপছায়া

মুগা, রাগ মারিফৎ

মৈমনসিংহ গীতিকা, ১ম (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

মোহাম্মদ ইউনুছ, আবদুল আলি গাফুলি ও নিবারণ জুন্দরীর পুথি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, জীবনস্মৃতি, বাঁশটী, পঞ্চভূত, বিনি পয়সার

ভোজ, মানসী, যোগাযোগ, রাজবি, ক্ষণিকা

রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত

রাধাচরণ গোস্বামী, ইমামের ফিচ্ছা

রামচন্দ্রলাল দেওয়ান, কীর্তন
 রামপ্রসাদ, গান, বিদ্যাসুন্দর
 রেজাউল্লাহ, কাছাছোল আশিয়া
 লোকমান আলি, হাদিস কামাল বাণী
 শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিঠিপত্র, শেষপ্রশ্ন
 শূণ্য-পুরাণ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
 শ্রীম, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত
 ষষ্টিবর, কবি, মনসামঙ্গল
 সতীনাথ ভাট্টা, ঢোঁড়াই-চরিত-মানস
 সতুবত্তির উপাখান
 সাহিত্য পত্রিকা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
 সুকুমার রায়, আবোল-তাবোল
 সুরেন্দ্রনাথ সেন, প্রাচীন বাংলা পত্র সংকলন
 সুশীলকুমার দে, বাংলা প্রবাদ
 সৈয়দ হামজ, হাতেম তাইর কেছা
 হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থাবলী